৪৩তম সংখ্যা | অক্টোবর-ডিসেম্বর | ২০২১

ত্রৈমাসিক

আমিক বার্তা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেল্‌থ ও ওয়াশ সেক্টরের মুখপত্র

হেল্‌থ ও ওয়াশ সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

ই-সিগারেট ব্যবহার বিষয়ক গবেষণার ফলাফলের সংবাদ সম্মেলন

তরুণ-তরুণীদের অনেকে স্টাইলের কারণে ই-সিগারেট গ্রহণ করেন। অনেকে মনে করেন যে, ই-সিগারেট তাদের প্রচলিত সিগারেট ছাড়তে সাহায্য করতে পারে। আবার ই-সিগারেটকে প্রচলিত সিগারেটের তুলনায় স্বাস্থ্যের জন্য কম ক্ষতিকর বলেও কেউ কেউ মনে করেন। এ বিষয়গুলোই উঠে এসেছে ঢাকার দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপর পরিচালিত ই-সিগারেট ব্যবহার বিষয়ক গবেষণার ফলাফলে। ক্যাম্পেইন ফর ট্যোবাকো ফ্রি কিডসের কারিগরি সহায়তায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশ উপলক্ষে জাতীয় প্রেসক্লাবের আবদুস সালাম হলে ৪ অক্টোবর, ২০২১ বেলা ১১টায় এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ডা. আবদুল আজিজ, মাননীয় এমপি ও সদস্য, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। বিশেষ অতিথি ছিলেন মো. মোস্তাফিজুর রহমান, লিড পলিসি এডভাইজার, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস ও অধ্যাপক ডা. অরূপ রতন চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা, মানস। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপর পরিচালিত ই-সিগারেট ব্যবহার বিষয়ক গবেষণার ফলাফল উপস্থাপনা করেন ডা. মোহাম্মদ হায়াতুন নবী, সিনিয়র লেকচারার, পাবলিক হেল্থ বিভাগ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষণা জরিপে দেখা যায়, প্রথমে ই-সিগারেট সেবনের সময়, বেশিরভাগ অংশগ্রহণকারীরা নিশ্চিত ছিলেন না যে এতে নিকোটিন আছে কি না। জরিপে জানা যায় যে, অংশগ্রহণকারীরা ই-সিগারেটের সম্ভাব্য স্বাস্থ্যের ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করতেন যে, ই-সিগারেট সম্পর্কে পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছিল না যে এটি স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। অংশগ্রহণকারীদের নিকোটিন সম্পর্কে মিশ্র জ্ঞান ছিল। তারা ই-সিগারেট এবং প্রচলিত সিগারেটের মধ্যে নিকোটিনের পার্থক্য সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল না। আবার তাদের কেউ কেউ মনে করতেন যে ই-সিগারেটে প্রচলিত সিগারেটের তুলনায় নিকোটিন কম থাকে।

গবেষণা জরিপে আরো দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা প্রথমে সামাজিক মিডিয়া, বড় ভাইবোন, বন্ধু, পরিবারের অন্যান্য সদস্য, সিনেমা, শপিং মল বা উপহারের দোকান থেকে ই-সিগারেট সম্পর্কে শুনেছে। বেশিরভাগ অংশগ্রহণকারীরা ই-সিগারেটের বিজ্ঞাপনগুলি সোশ্যাল মিডিয়ায় বিশেষ করে ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামে দেখেছেন। বেশিরভাগ শিক্ষার্থী বন্ধুদের সাথে তাদের প্রথম ই-সিগারেট চেষ্টা (সেবন) করেছিল।

গবেষণায় সুপারিশ করা হয় যে, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের মাধ্যমে ই-সিগারেটসহ সকল ইমার্জিং টোব্যাকো প্রোডাক্ট উৎপাদন, আমদানি-রপ্তানি, প্রচারণা-বিজ্ঞাপণ, বিপণন ও সেবন নিষিদ্ধকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের মাধ্যমে বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি কঠোর করা।

সম্পাদকীয়

নব্বই দশকে বিশ্বব্যাপী মাদক সমস্যা যখন প্রকট আকার ধারণ করছে সেই সময়ে ১৯৯০ সালে তামাক, এইডস ও মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আহ্ছানিয়া মিশন মাদকতা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (আমিক) এর যাত্রা শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে তামাক, এইডস ও মাদকের বিরুদ্ধে সমাজের সকল পর্যায়ের গণসচেতনতা সৃষ্টিতে দেশব্যাপী বিভিন্ন নেটওয়ার্ক গঠনের মাধ্যমে এর কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। বর্তমানে আমিক ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রতিনিধিত্ব করছে। আমিক ৩০ বছরে পর্দাপন করেছে। এই দীর্ঘ সময়ের যাত্রায় আমিকের কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। আমিকের কার্যক্রম কেবল মাদক, এইডস ও তামাকের মাঝে সীমাবদ্ধ নেই। বর্তমানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, সংক্রামক রোগের প্রতিরোধমূলক এবং নিরাময়মূলক সেবা, মাদকাসক্তি রোগের চিকিৎসা, প্রতিরোধ এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, অসংক্রামক রোগের (এনসিডি) প্রতিরোধ ও চিকিৎসা, মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক চিকিৎসা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচীতেও আমিকের কার্যক্রম বিস্তৃত রয়েছে। আমিকের মাদকবিরোধী কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে মাদক নির্ভরশীল পুরুষ ও নারীদের জন্য চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, কারাবন্দী মাদক নির্ভরশীলদের পুনর্বাসনে কারাগারে কারাবন্দীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, রাজশাহী ও নাটোর জেলায় মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন, চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিতদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা, গবেষণা কার্যক্রমসহ বাস্তবায়নসহ, বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সদস্য হিসেবে সংযুক্ত আছে। আমিকের প্রতিটি কর্মসূচিতেই সিভিল সোসাইটির নেটওয়ার্ক, গণমাধ্যমের সাথে সমন্বয়, জাতীয় ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও নীতিনির্ধারকদের সাথে এডভোকেসি করা সহ জাতীয় ইস্যুতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন তৈরি ও বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটির সদস্য। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে তামাক ও মাদকবিরোধী সমস্যায় এডভোকেসি করে থাকে। এই সমস্ত কার্যক্রমে প্রতিনিয়ত অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ ও অসামান্য অবদানের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। এভাবে সমাজের মানুষের কল্যাণে আমিকের পথচলা চলমান রয়েছে ও ভবিষতেও থাকবে আর এই যাত্রায় আপনারা থাকবেন আমাদের সাথে এটাই প্রত্যাশা।

ত্রৈমাসিক
আমিকবার্তা
১২ম বর্ষ
৪৩তম সংখ্যা
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২১

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ইকবাল মাসুদ

সম্পাদকীয় পরিষদ
রেজাউর রহমান রিজভী
আঁখি খাতুন

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
সেকান্দার আলী খান

মাদক নিয়ন্ত্রণে পারিবারিক মনোসামাজিক শিক্ষা প্রয়োজন

২৭ নভেম্বর ২০২১ এ আহ্ছানিয়া মিশন নারী মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের আয়োজনে কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পারিবারিক সভা আয়োজন করা হয়। সভায় মনোচিকিৎসক ও এডিকশন প্রফেশনাল ডা. মোঃ আখতারুজ্জামান সেলিম বিশেষজ্ঞ আলোচক এর বক্তব্যে বলেন সাক্ষ্য ভিত্তিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় মাদকনির্ভরশীল এবং মানসিক রোগের চিকিৎসায় পরিবারের সহযোগীতা একজন রোগীর সুস্থতার পথকে মসৃন ও দীর্ঘায়িত করতে পারে। তিনি আরো বলেন চিকিৎসা পরবর্তীতে কেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত থাকা, নিয়মিত কাউন্সেলিং ও মনোচিকিৎসকের কাছে নিয়মিত ফলোআপ করার বিষয়গুলোতে পরিবারকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। সভায় ২২ জন রোগীর পরিবারের সদস্যগন অংশগ্রহন করেন। সিনিয়র সাইকোলজিস্ট রাখী গাঙ্গুলী ''মাদকনির্ভরশীল ও মানসিক রোগের চিকিৎসায় পরিবারের ভূমিকা'' বিষয়ক কিনোট উপস্থাপনা করেন।

এছাড়া ১৮ ডিসেম্বর ২০২১ এ কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহনে "সেলফ কেয়ার" বিষয়ের উপর পারিবারিক গ্রুপ কাউন্সেলিং আয়োজন করা হয়। কাউন্সেলিং প্রোগ্রামে ১৫ জন রোগীর পরিবার থেকে ২০ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে (গাজীপুর) ১৫ অক্টোবর, ২৬ নভেম্বর এবং ২৪ ডিসেম্বর ২০২১ এ মাসে ধারাবাহিকভাবে তিনটি পারিবারিক সভা আয়োজন করা হয়। সভায় সেন্টারের কাউন্সেলর মাইনুদ্দিন বাকাউল ও সুমন আলি পরিবারের সদস্যদের মাদকাসক্ত ব্যক্তির চিকিৎসার গুরুত্ব, চিকিৎসা পরবর্তীতে পুনঃআসক্তি, চিকিৎসাকালীন সময়ে ও চিকিৎসা পরবর্তীতে পরিবার ভূমিকা, পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা, মানসিক চিকিৎসা এবং বৈষম্য প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন। আয়োজিত সভাসমূহে পরিবারের মোট ১৩৮ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র যশোরে ২৩ অক্টোবর এবং ১০ নভেম্বর চিকিৎসারত মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের অংশ গ্রহনে পারিবারিক সভার আয়োজন করা হয়। সভাসমূহে মোট ৭৩ জন পরিবারের সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় কাউন্সেলর মাসুদ রানা পারিবারিক সভার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন।

‘নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে’-

বিআরটিএ চেয়ারম্যান নুর মোহাম্মদ

নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশে

সড়ক দুর্ঘটনা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ প্রণয়ন, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত চালক তৈরিতে প্রশিক্ষণ প্রদান, জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ। তবে সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ শুধু সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সকলের সহযোগিতা ”- ৯ নভেম্বর মঙ্গলবার সকাল ১১:৩০ টায় বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) এর আয়োজনে এর সম্মেলন কক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে করণীয় শীর্ষক সভায় সভাপতির বক্তব্যে বিআরটিএ- এর চেয়ারম্যান নুর মোহাম্মদ মজুমদার একথা বলেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ মূল প্রবন্ধপাঠ করেন।

নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহ্বান

৯ অক্টোবর ও ১৯ ডিসেম্বর সকালে ১১ টায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক ২ দুটি পৃথক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রিন্ট অনলাইন পোর্টালের ২৫ জন সিনিয়র রিপোর্টার অংশগহণ করেন। এই সভাগুলোতে বক্তব্য রাখেন গ্লোবাল হেলথ এডভোকেসির ইনকিউবেটর বাংলাদেশ কান্ট্রি কো- অডিনেটর ড. মো. শরীফুল আলম, গ্লোবাল রোড সেইফটি এ্যাডভোকেসি ও গ্রান্টস প্রোগাম ম্যানেজার তাইফুর রহমান, এটিএন নিউজের বার্তা সম্পাদক ও ল রিপোর্টার ফোরামের সভাপতি মাসুদুল হক, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান, বুয়েটের এক্সিডেন্ট রিচার্জ ইনিস্টিটিউট এর প্রভাষক মো. শাহনেওয়াজ হাসনাত-ই রাব্বি, নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম আজাদ হোসাইন , সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমান। বক্তাগণ নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকরা তাদের লেখনির মাধ্যমে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আর্কষন করবেন বলে জানান।

কারাফেরত ব্যক্তিদের মাঝে জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণ সম্পন্ন

৩ নভেম্বর ২০২১ জেপিআরপিএইচআরপিসি প্রকল্পের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারামুক্ত বন্দিদের মাঝে বিভিন্ন ধরণের জীবিকায়ন সামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোগটি প্রাথমিকভাবে সম্পন্ন হয়। জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের সহকারী পরিচালক মোঃ মোখলেছুর রহমান, জেপিআরপিএইচআরপিসি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ আমির হোসেন ও প্রকল্পের অন্যান্য কর্মীবৃন্দ। উল্লেখ্য গত ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০২১ খ্রিস্টাব্দে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, এমপি, উপস্থিতিতে সহায়তা কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ও জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণ শুরু করেন। উদ্যোগের মাধ্যমে সর্বমোট ১৫০ জন কারামুক্ত বন্দিদের মাঝে আধুনিক সেলাই মেশিন, রিক্সা, ভ্যান, ছাগল, ফার্নিচার তৈরির উপকরণ, ইলেকট্রিক টুলস্, ওয়েল্ডিং মেশিন, মুদি দোকানের উপকরণ, থান কাপড়, থ্রি পিচ, গরু প্রজননের উপকরণ, রং করার উপকরণ, ঔষধ সামগ্রী ও কম্পিউটারসহ তাদের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন ধরনের জীবিকায়ন সামগ্রী প্রদান করা হয়।

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন ও পদযাত্রা

২১ নভেম্বর World Day of Remembrance for Road Traffic Victims দিবস পালিত হয় বিশ্বব্যাপি। এ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, সরকার ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দৃষ্টি আর্কষন এবং সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের উদ্যোগে সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টায় শ্যামলী পার্কে মোমবাতী প্রজ্জলন করা হয়। মোমবাতী প্রজ্জলন শেষে শ্যামলী মাঠ থেকে একটি পদযাত্রা শুরু হয়ে মিরপুর রোডে এসে শেষ হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান সহ স্বাস্থ্য সেক্টরের বিভিন্ন ইনিস্টিটিউট ও প্রকল্প প্রধান, কর্মকর্তাবৃন্ধ, ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকমী। এছাড়াও কর্মসূচিতে গ্লোবাল রোড সেইফটি এডভোকেসি এন্ড গ্রান্ট ম্যানেজার তাইফুর রহমান, গ্লোবাল হেল্থ এডভোকেসি ইনকিউবেটর এর বাংলাদেশ কান্ট্রি কো- অডিনেটর ড. মো. শরীফুল আলম, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ন্যাশনাল কনসালটেন্ট নন কমিউনিকেবল ডিজিজ এর ড. খন্দকার মো. ওয়াতিন আলম সহ পথচারীরা অংশ নেন।

যক্ষ্মা সম্পর্কে সচেতনতাবৃদ্ধি মূলক কার্যক্রম

গত ২০ নভেম্বর মাঠ পর্যায়ে সাধারণ জনগণের মধ্যে যক্ষ্মা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর উদ্যোগে যক্ষ্মা বিষয়ক লিফলেট প্রদান করা হয়। এছাড়া পথচারী ও রিক্সা চালকদেরকে যক্ষ্মা রোগ সম্পর্কে অবগত করা হয়। তাদেরকে যক্ষ্মার লক্ষণ সম্পর্কে ধারনা দেয়া হয় এবং যক্ষ্মা কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়। যক্ষ্মা কি? যক্ষ্মার প্রকার ভেদ, কিভাবে ছড়ায়, যক্ষ্মা রোগের লক্ষণ, রোগ সনাক্তকরন ও আক্রান্ত রোগীদের নিয়মিত পূর্ণ মেয়াদের চিকিৎসা সম্পন্ন করা কেন জরুরী? ডটস চিকিৎসা পদ্ধতি, ঔষুধের সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। তামাকের সাথে যক্ষ্মার সম্পর্ক, বাংলাদেশে যক্ষ্মার বর্তমান অবস্থা এবং জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী, আইপিটি চিকিৎসা, এমডিআর টিবি বিষয় নিয়ে ধারনা দেয়া হয়। এছাড়া লক্ষণ থাকলে পরবর্তী সেবা নেয়ার জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রাম অফিসে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন কার্যক্রম

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন বাস্তবায়িত আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প-২য় পর্যায় এর ৫ টি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র এ ২৪ অক্টোবর, ২০২১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষ্যে কোভিড-১৯ এর (সিনোর্ফাম) টিকাদান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের আওতায় ১নং ওয়ার্ডে অবস্থিত নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-১, ২নং ওয়ার্ডে অবস্থিত নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-২, ১২নং ওয়ার্ডে অবস্থিত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কার্যালয়, ১৩নং ওয়ার্ডে অবস্থিত নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-৩, ১৫নং ওয়ার্ডে অবস্থিত নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-৪ এবং ১৮নং ওয়ার্ডে অবস্থিত নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-৫ এ টিকাদান কর্মসূচী শুরু হয়েছে। এছাড়াও ৪নং ওয়ার্ড, ৭নং ওর্য়াড ও ১১নং ওর্য়াড এ প্রকল্পের কর্মীগণ টিকাদান কর্মসূচীতে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এর সহযোগী হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। ডাঃ এফ এ এম আঞ্জুমান আরা বেগম, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, প্রকল্প ব্যবস্থাপক রিয়াজ উদ্দীন আহমেদ সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ কোভিড- ১৯ টিকাদান কার্যক্রম সরজমীনে পরিদর্শন করেন। টিকাদান কার্যক্রমে মোট ৭০৭ জনকে কোভিড-১৯ (সিনোর্ফাম) ১ম ডোজ এর টিকা প্রদান করা হয়, তার মধ্যে মোট ৩০২ জন পুরুষ এবং ৪০৫ জন মহিলা।

ভিটামিন "এ" প্লাস ক্যাম্পেইন

১১ থেকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৪ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্ট-দ্বিতীয় পর্যায়, সিওসিসি পিএ-১ কুমিল্লা, আরসিসি পিএ-১ রাজশাহী, ডিএনসিসি পিএ-৩ মিরপুর এবং ডিএসসিসি পিএ-৩ হাজারীবাগ কর্মএলাকায় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন পরিচালিত হয়। কর্মএলাকায় নগর মাতৃসদনসহ স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং স্যাটেলাইট সেন্টারে এই ক্যাম্পেইন পরিচালিত হয়। ক্যাম্পেইনটির মাধ্যমে শূন্য (০) থেকে পাঁচ (৫) বছরের শিশুদের কে ভিটামিন "এ" প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। ক্যাম্পেইনে ৬-১১ মাস বয়সী শিশুদের নীল রংয়ের এবং ১২-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের লাল রংয়ের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন পিএ-৩ কর্মএলাকায় ক্যাম্পেইনের শুভ উদ্বোধন করেন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক আবুল ফয়েজ মোঃ আলাউদ্দিন খান (যুগ্ম সচিব) এবং ডাঃ সানজিদা ইসলাম স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ডিএসসিসি। অপরদিকে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন পিএ-৩ কর্মএলায় উপ-প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা লেঃ কর্ণেল গোলাম সারওয়ার নগর মাতৃসদনে জাতীয় ভিটামিন 'এ' ক্যাম্পেইনটি (২য় রাউন্ড-২০২১) উদ্বোধন করেন। এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে মোট ক্যাম্পেইনে ৬-১১ মাস বয়সী ১৭১৬৪ জন শিশুকে নীল রংয়ের ভিটামিন এ ক্যাপসুল ও ১২-৫৯ মাস বয়সী ৮৩৭২৮ জন শিশুকে লাল রংয়ের ভিটামিন ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।

গর্ভবতী মা সমাবেশ

২১ ডিসেম্বর সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-২ এর অর্ন্তগত আশ্রায়ণ প্রকল্প, হড়গ্রাম, ওয়ার্ড নং-২ এ ৪০ জন গর্ভবতী মা উপস্থিতিতে গর্ভবতী মায়েদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রকল্পের প্রকল্প ম্যানেজার রিয়াজ উদ্দীন আহমেদ, ক্লিনিক ম্যানেজার ডাঃ উম্মে তৌহিদা, এবং ফ্যামিলি প্লানিং কো-অর্ডিনেটর ডাঃ জেরিন সুবাহ সামিরা সহ ফিল্ড কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। অলোচনা সভায় নিরাপদ মাতৃত্ব বিষয়ক, মাতৃত্বকালীন সময়ে করনীয় দিকসমূহ এর পাশাপাশি কোভিড-১৯ বিষয়ক সচেতনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। অংশগ্রহনকারী প্রত্যেকের মাঝে মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরন করা হয়।

মায়ের হাসি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন

২১ অক্টোবর ২০২১ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের নতুন উদ্যোগ 'মায়ের হাসি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র'-এর উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম। অনুষ্ঠান সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ডা. এস. এম. খলিলুর রহমান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর 'মায়ের হাসি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র' ঝাউচর, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা এলাকায় প্রতিষ্ঠা করেছে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম বলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য বিষয়ক দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে নিজস্ব অর্থায়নে এ সেবাকেন্দ্রটি পরিচালিত হবে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য এবং ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ বলেন, এই এলাকার মানুষের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার লক্ষ্যে মায়ের হাসি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রটি কাজ করবে। অনুষ্ঠানের সভাপতি উল্লেখ করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি প্রয়োজন হলে এ এলাকার জনগণের জন্য শিক্ষা বিস্তারে কাজ করবে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম ফিতা কেটে মায়ের হাসি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন ঘোষনা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অত্র এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

রোহিঙ্গা ও হোস্ট কমিউনিটিতে পারিবারিক দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ

"স্ট্রং ফ্যামিলিস" এ ফ্যামিলি স্কিলস- বেসড প্রোগ্রাম এজ পার্ট অফ ইউএনওডিসি প্রজেক্ট অন কাউন্টারিং দি থ্রেটস অফ ড্রাগস্ এন্ড ক্রাইম ইন কক্সবাজার" প্রোগ্রামটি পরিচালিত হয়েছে সংকটাপূর্ণ অবস্থা মোকাবেলায় এবং সুবিধা বঞ্চিত অঞ্চলে বসবাস করা পরিবারগুলিকে সহায়তা করার জন্য। প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য পারিবারিক সম্পর্ক উন্নয়নের ফলে মাদকের অপব্যবহার ও অপরাধ প্রবণতার হ্রাস করা। প্রোগ্রামটি ২টি ধাপে পরিচালিত হয়েছিল যার প্রথম পর্যায়ে ১০০ টি এবং ২য় ধাপে ১০০টি মোট ২০০টি পরিবার থেকে ৬০০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল যা মাসে ৩ টি অধিবেশনে সম্পন্ন করা হয়। যেখানে প্রতিটি পরিবার থেকে ৮ থেকে ১৫ বছর বয়সের ১ জন করে শিশু অংশগ্রহণ করে। প্রোগ্রামটি ইউএনওডিসি কর্তৃক নির্বাচিত প্রশিক্ষকগণ দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। প্রোগ্রামটি ক্যাম্প ১৯, ২৪, এবং ২৭ সহ উখিয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সংঘটিত হয়।

মহান বিজয় দিবস উদযাপন

আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুর্নবাসন কেন্দ্র গাজীপুর কেন্দ্রে গত ১৬ ডিসেম্বর যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস ও জাতীয় দিবস বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করা হয়। সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যদিয়ে শুভসূচনা শুরু হয়। সুস্থতাকামী মাদকাসক্তি ও রিকভারীদের নিয়ে সেন্টারের অভ্যন্তরে দাবা

লুডু, কেরাম প্রতিযোগীতা ও সেন্টারের বাহিরে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে রিকভারী বনাম স্টাফ এর মধ্যে ক্রিকেট খেলার আয়োজন করা হয় এবং খেলা শেষে বিজয়ীদের পুরস্কার তুলে দেন সেন্টার ম্যানেজার মোঃ মিজানুর রহমান দুপুরে বিশেষ খাবার পরিবেশন এবং সন্ধায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন এর মাধ্যমে দিন ব্যাপি বিজয় দিবস উদযাপন ২০২১ এর পরিসমাপ্তী ঘোষনা করা হয়। এছাড়া স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং মুজিব শতবর্ষ (১৬ ডিসেম্বর) উদযাপন উপলক্ষ্যে আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প-২য় পর্যায়, আরসিসি, পিএ-১, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এ সারা দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে।

অপরদিকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টর- এর আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ারসার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প-২য় পর্যায়, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, অঞ্চল-৪ এর কর্মএলাকার ৩৩-টি স্যাটেলাইট স্পট, ৫-টি পিএইচসিসিএবং ১টি মাতৃসদন গত ১লা আগষ্ট-২০১৯ থেকে পরিচালনা করছে। ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে নগর মাতৃসদন সহ প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়।

অন্য দিকে, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রোগ্রাম-দ্বিতীয় পর্যায়, সিওসিসি, পিএ-১, কুমিল্লায় সারা দেশের মত ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তি ও ৫০তম বিজয় দিবস উদযাপন করে। এছাড়া স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তি ও বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে নগর মাতৃসদন ও নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে বিনামূল্যে ডেলিভারী সেবাসহ সকল সেবা প্রদান করা হয়।

এছাড়া আহাছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র ভেকুটিয়া যশোর কর্তৃক ৫০ তম মহান বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়। ১৬ ডিসেম্বরের প্রথম প্রহর থেকে দিন ব্যাপি বর্ণাঢ্য উৎসবের মধ্য মিয়ে দিনটি উদযাপন করা হয়। সন্ধ্যায় ক্লায়েন্টদের মধ্যে থেকে বিশেষ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়।

বিশ্ব এইডস দিবস

১লা ডিসেম্বর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক "বিশ্ব এইডস দিবস" পালন করা হয়। র‌্যালি, টি-শার্ট পরিধান এবং জাতীয় কর্মসূচিতে যোগদানের মাধ্যমে দিবসটি পালিত হয়। র‌্যালিতে মোট ৫০ জন স্বাস্থ্য খাতের কর্মকর্তা (ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী) যোগ দেন। এটি উওগ এবং কারা অধিদপ্তর দ্বারা যৌথ ভাবে এবং ইউএনওডিসি দ্বারা সমর্থিত "বাংলাদেশে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বন্দীদের মধ্যে এইচআইভি প্রতিরোধ শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে আয়োজিত হয়েছিল।

প্রতি বছরের ন্যায় গত ১ ডিসেম্বর পালিত হয় বিশ্ব এইডস দিবস, ২০২১। বিশ্ব এইডস দিবস এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "সমতার বাংলাদেশ, এইডস ও অতিমারী দিন শেষ End Inequalities, End AIDS, End Pandemics". প্রতিবারের ন্যয় এবারেও সিভিল সার্জন অফিস এর অয়োজনে বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপিত হয়। আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভসেস ডেলিভারী প্রকল্প-২য় পর্যায়, আরসিসি, পিএ-১, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন র‌্যালি এবং অলোচনা সভায় অংশগ্রহন করে।

এছাড়া ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস্ ডেলিভারী প্রজেক্ট-দ্বিতীয় পর্যায়, সিওসিসি, পিএ-১, কুমিল্লা বিশ্ব এইডস দিবসটি জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সমম্বয় করে একযোগে পালন করা হয়। সকাল ৯টায় কুমিল্লা জেলা সিভিল সার্জন অফিসে সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত পরিসরে বিশ্ব এইডস দিবস-২০২১ উদযাপন করা হয়। এসময় কুমিল্লা জেলার সিভিল সার্জন ডাঃ মীর মোবারক হোসাইন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি বে-সরকারি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তাগন এইডস্ এর ভয়াবহতা ও এইডস্ প্রতিরোধে সবাইকে এক সাথে কাজ করতে আহবান জানান।

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস

১০ই অক্টোবর ছিল বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র -গাজীপুর এর উদ্যোগে মাদকাসক্ত চিকিৎসা গ্রহণকারী রোগীদের নিয়ে "মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন" এর উপর একটি বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।সভায় দিবসের তাৎপর্য ও মানসিক স্বাস্থের গুরুত্ব তুলে ধরে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন চিকিৎসা কেন্দ্রের কাউন্সেলর মোঃ সুমন আলী। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, চিকিৎসা কেন্দ্রের কেন্দ্র ব্যবস্থাপক মিজানুর রাহমান, কাউন্সিলর মোঃ মাইনুদ্দিন বাকাউল, মেডিকেল অফিসার ডাঃ হাসিব আহমেদ খান সহ অন্যান্যরা। আলোচনায় বক্তারা উল্ল্যেখ করেন যে মাদক গ্রহণের ফলে ব্যক্তির শারীরিক, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষতির পাশাপাশি মানসিক ক্ষতি এবং আচরণ পরিবর্তন হতে থাকে।

এছাড়া আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের আয়োজনে ৯ অক্টোবর ২০২১ কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের পরিবারের সদস্যদের জন্য পারিবারিক গ্রুপ কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়। গ্রুপ কাউন্সিলিং প্রোগ্রাটির উদ্দেশ্য ছিল রোগীদের পরিবারের সদস্যদের কে তাদের নিজেদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন করা এবং মানসিক স্বাস্থ্য দিবসের গুরুত্ব সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা। সভায় ১৪ জন রোগীর পরিবার থেকে ২২ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। পারিবারিক গ্রুপ কাউন্সেলিং প্রোগ্রামটি পরিচালনা করেন কেন্দ্রের সাইকোসোস্যাল কাউন্সেলর মমতাজ খাতুন এবং কাউন্সেলর তামান্না আক্তার।

এছাড়া "অসম বিশ্বে মানসিক স্বাস্থ্য" স্লোগানকে সামনে রেখে ১০ই অক্টোবর বিশ্ব মানসিক দিবস-২১ বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে দিনটি উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে আহছানিয়া হেনা আহমেদ মনোযত্ন কেন্দ্র, আলমপুর, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ আলোচনা সভা ও কুইজ প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়।

অপরদিকে, বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন উপলক্ষে আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র - যশোর এর উদ্যোগে যশোর কালেক্টরেট চত্তরে ১০ অক্টোবর সকাল ১০টায় একটি মানববন্ধন ও র‌্যালির শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করা হয়।

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস-২০২১

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টর- এর আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ারসার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প-২য় পর্যায়, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, অঞ্চল-৪ এর কর্মএলাকার ৩৩-টি স্যাটেলাইট স্পট, ৫-টি পিএইচসিসিএবং ১টি মাতৃসদন গত ১লা আগষ্ট-২০১৯ থেকে পরিচালনা করছে।

১৪ নভেম্বর ২০২১ ইকবাল মাসুদ, পরিচালক-স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টর, ডাম সকাল ১০ ঘটিকায়, নগর মাতৃসদনে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস ২০২০ উপলক্ষে লায়ন্সক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিস এর সহযোগিতায় ফ্রি সনাক্তকরণ পরীক্ষা ও চিকিৎসা সেবা ক্যাম্প উদ্বোদন করেন। এছাড়া ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ জোবায়দুর রহমান এই ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন।

ওয়াশ সেক্টর কার্যক্রম

বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ

বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ৫ টি প্রকল্প কাজ করছে। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে বেনাপোল পৌরসভায় ৫ টি নতুন আর্সেনিক ও আয়রন দূরীকরণ প্লান্ট স্থাপিত হয়েছে। কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলাতে একটি প্রকল্পের আওতায় ৫ টি গভীর নলকূপ চলমান আছে। সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া পৌরসভায় ৯৭ টি আর্সেনিক ও আয়রন দূরীকরণ প্লান্ট চলমান আছে। পটুয়াখালী জেলার বিভিন্ন উপজেলাতে ১৮ টি ক্লাস্টার মিনি পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নলতা পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই স্কিমের আওতায় ৭৫৪ টি বসতবাড়িতে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ চলমান আছে।

প্রকল্প উদ্বোধনী কর্মশালা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ওয়াশ সেক্টরের আওতাধীন "Humanitarian WASH for Rohingya Refugees and Host Communities Cox's Bazar, Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পটির "প্রকল্প উদ্বোধনী কর্মশালা" ২৯ ডিসেম্বর, ২০২১ ক্যাম্প-১৫ (জামতলী) সিআইসি অফিস, কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্যাম্প ইনচার্জ (CiC) শংকর কুমার বিশ্বাস, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ আখতার হোসেন, অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যাম্প ইনচার্জ (ACiC)। আরো উপস্থিত ছিলেন মোঃ আশরাফুল ইসলাম, কেয়ার এন্ড মেইনটেইনেন্স অফিসার, সিআইসি অফিস, ক্যাম্প-১৫, সাইট ম্যানেজমেন্ট IOM, ওয়াশ অ্যাক্টর অর্গানাইজেশন যথাক্রমে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, কেয়ার বাংলাদেশ, ব্রাক ও কো-অ্যাক্টর হিসাবে বিডিআরসিএস, ডিএসকে, GUSS, গ্লোবাল ও ক্যাম্পে উপস্থিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব হাত ধোঁয়া দিবস

প্রতি বছর ১৫ অক্টোবর 'বিশ্ব হাত ধোঁয়া দিবস' পালিত হয়ে থাকে। জনসাধারণের মধ্যে সাবান দিয়ে হাত ধোঁয়ার মাধ্যমে রোগের বিস্তার রোধ করার বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করার উদ্দেশ্যে এই দিবসটি পালন করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় উখিয়া উপজেলায় অবস্থিত রোহিঙ্গা ক্যাম্প-১৫ তে বসবাসরত জনসাধারণের মধ্যে হাত ধোবার গুরুত্ব ও সচেতনতা তৈরি করার লক্ষ্যে ২৪ অক্টোবর ২০২১ দিবসটি পালন করা হয়। ক্যাম্প ইনচার্জ (CiC) এর আমন্ত্রণে অন্যান্য সংস্থার সাথে যৌথভাবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ওয়াশ প্রকল্পের পক্ষ থেকে হাত ধোঁয়া দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানটি সফল করার লক্ষ্যে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

এছাড়াও "আমাদের হাত আমাদের ভবিষ্যৎ, আসুন একসাথে এগিয়ে যাই" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বেনাপোলে কাগজপুকুর প্রিক্যাডেট অ্যান্ড হাইস্কুল ও এক নম্বর কলোনি এলাকায় বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে এই দিবস পালিত হয়। দিবসটির উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে কুইজ প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণ, হাত ধোঁয়া বিষয়ক আলোচনা সভা, হাত ধোঁয়া প্রদর্শনী এবং কলোনি এলাকায় ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আমিরুল ইসলাম। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেলোয়ার হোসেন।

হাইজিন প্রমোশন সেশন

বুধবার ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে বেনাপোল, যশোর পৌরসভার সহযোগিতায় কাগজপুকুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হাইজিন প্রমোশন ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিদ্যালয় শিক্ষক খাইরুল বাশারের সভাপতিত্বে আয়োজিত স্বাস্থ্যাভ্যাস উন্নয়ন সেশন পরিচালনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রকল্প ব্যবস্থাপক ইকবাল হোসাইন। সেশনে কোভিড-১৯ প্রতিরোধে করণীয়, সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার প্রয়োজনীয়তা, ল্যাট্রিনের পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখা এবং জুতা-স্যান্ডেল পরিধানপূর্বক ল্যাট্রিন ব্যবহারের গুরুত্ব, পানি নিরাপদ রাখার উপায়, নিয়মিত দাঁতব্রাশ করা, নখকাটা প্রভৃতি জীবন ঘনিষ্ঠ স্বাস্থ্যাভ্যাস বিষয় নিয়ে অংশগ্রহণমূলক এবং বিভিন্ন ছবি প্রদর্শনপূর্বক কার্যকর আলোচনা করা হয়। মানুষের বেশিরভাগ রোগ-ব্যাধি যে নিজেদের অপরিচ্ছন্নতা ও অসচেতনতার কারণে হয়ে থাকে, সে বিষয়টির প্রতিও সেশনে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়। সেশন শেষে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার বাস্তব অনুশীলন এবং বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত ফেস্টুন বহন করে সংক্ষিপ্ত শোভাযাত্রা করে। ক্যাম্পেইনে প্রায় একশ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে ছিল।

Web: www.amic.org.bd, www.amdtc.org.bd
Email: amic.dam@gmail.com
Youtube Channel-youtube.com#c#DAMHealth

মাদকনির্ভরশীলদের চিকিৎসায় আর্দশপ্রতিষ্ঠান

আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত
মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

ঠিকানা সমূহ

গাজীপুর (পুরুষ কেন্দ্র)
মিয়াবাড়ি সড়ক, গজারিয়া পাড়া
রাজেন্দ্রপুর, গাজীপুর
মোবাইল : ০১৭১৫-৪০৭৮৪৩
০১৭৭- ২৯১৬১০২
Email : amictcgazipur@yahoo.com

মুন্সিগঞ্জ (পুরুষ কেন্দ্র)
আলমপুর, হাঁসাড়া, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ
মোবাইল : ০১৮১০১১৩৬৪১
০১৭৮২৯৬৬৬০৬
Email : monojotno@amic.org.bd

যশোর (পুরুষ কেন্দ্র)
বড়, ভেকুটিয়া সদর, যশোর
মোবাইল : ০১৭৮১৩৫৫৭৫৫
০১৭৫৭ ০২৩৭৩৩
Email : amictcjessore@yahoo.com

ঢাকা (নারী কেন্দ্র) এবং মনোযত্ন কাউন্সেলিং কেন্দ্র
১৫২/ক, ব্লক-ক, রোড নং-৬,পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল : ০১৭৭৭৭৫৩১৪৩,০১৭৪৮৪৭৫৫২৩
Email : amic.fdtc@gmail.com

DHAKA AHSANIA MISSION
ADDICTION MANAGEMENT & INTEGRATED CARE (AMIC)
Since 1990

হেল্থ সেক্টর, বাড়ি-১৫২, ব্লক-ক, সড়ক- ৬, পিসিকালচার হাউজিং, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং আহ্ছানিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, প্লট-৩০, ব্লক-এ, রোড-১৪
আশুলিয়া মডেল টাউন, খাগান বিরুলিয়া সাভার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন: ৫৮১৫১১১৪, মোবাইল: ০১৭৮২৬১৮৬৬১, ই-মেইল: info@amic.org.bd, amic.dam@gmail.com
web: www.amic.org.bd; dam-health.org